NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY
FREE KNOWLEDGE
NORTH SOUTH UNIVERSITY
1992

বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতে

১১ পৃষ্ঠার পর

হয়তো আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন, তৎকালীন উপাচার্য বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আহত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি। কিন্তু আগস্ট দেশটা যখন ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্ত হলো, তারপর আমরা দেখলাম অনেক শিক্ষার্থীর চোখ থেকে শুরু করে অঙ্গহানি পর্যন্ত হয়েছে। এছাড়া আমাদের একজন কর্মী ঐ সময় গুলিতে নিহত হন। আহত ১০০ শিক্ষার্থীকে আমরা প্রায় শতভাগ স্কলারশিপ দিয়েছি। এটা হিসাব করলে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা হবে। এসব শিক্ষার্থীর চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য আমরা এখনো দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের যে কর্মী অভ্যুত্থানের সময় নিহত হয়েছিলেন, তার পরিবারকে আমরা এককালীন ৫ লাখ টাকা দিয়েছি। এছাড়া তার স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার একটা প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। এছাড়া আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক শিক্ষার্থীর টিউশন ফিতে আমরা ছাড় দিয়েছি।

শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকেন?

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী : নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এ ব্যাপারে সর্বঅগ্রগামী। শুরু থেকেই আমাদের শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। এখন দেশে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা অনেক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে, নেতৃত্বের পর্যায়ে রয়েছে। সরকারি চাকরিতে আমাদের অনেক শিক্ষার্থীর আগ্রহ কম। তার পরও যারা যোগ দিয়েছে, সবাই ভালো করেছে এবং করছে। এবারের বিসিএসেও আমাদের একজন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে।

আমাদের ২৭ হাজারের মতো শিক্ষার্থী এখন দেশের বাইরে রয়েছে। তারা অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছেন এবং কর্মক্ষেত্রে ভালো করছেন। তরুণ প্রজন্মের অনেক শিক্ষার্থীকে আমরা এ দেশ থেকে বিদেশে পাঠাতে পারছি। এদের অনেকেই আবার ফিরে আসছে ডিগ্রি নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে এবং দেশে এসে তারা কর্মক্ষেত্রে ভালো করছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উয়ং আছে—'নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি স্টার্টআপস নেক্সট'। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক তরুণ এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন আইডিয়ার মাধ্যমে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছি। এ কারণে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি গর্বিত। এই ক্যাম্পাস থেকে শতাধিক আইডিয়া বাংলাদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে নাম করেছে।

আমাদের একটি ক্যারিয়ার সার্ভিস অফিস যেটা আছে, যেটাকে আমরা সিপিসি বলি। এই সিপিসি থেকে আমাদের অসংখ্য শিক্ষার্থী ক্যারিয়ার সাপোর্ট নিয়ে থাকে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি মেধাবী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম মেধাবী শিক্ষার্থীরা পড়ে, এমন ধারণা ভাঙতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কতটুকু সফল?

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী : বাংলাদেশের সব অংশীজনকে আমরা বলি যে, আমরা আলাদা থাকতে চাইছি। আমি বলব দুইটি ক্ষেত্রেই ভালো এবং খারাপ আছে। সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ভালো না আবার সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও খারাপ না। আমরা যখন দেখি অনেক শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এখানে পড়ছে, আমরা বুঝতে পারি তারা কেন আসছে। এর মূল কারণ হচ্ছে—এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তরুণ শিক্ষার্থী, সে যে ক্যালিভারের থাকুক না কেন, এখানে তার মেধাশক্তির বিকাশ অনেক ভালো হয়।

অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো আমাদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিতে ভালো শিক্ষার্থীগুলো নিয়ে থাকে। কিন্তু ১০০ জন ভালো শিক্ষার্থী কেউ যদি নিয়ে থাকে, সেখান থেকে চার বছর পর বের হওয়ার সময় খুবই কম সংখ্যকের যথাযথ মান থাকে। বাকিরা খুবই এভারেজ হয়ে থাকে। আমাদেরও এভারেজ প্রোডাক্ট আছে, ব্যাড বা পুওর প্রোডাক্ট আছে। তবে আমাদের হাই-য়েন্ড প্রোডাক্টের সংখ্যাটা তুলনামূলক বেশি। এরপর আমাদের এভারেজকে আমরা বলি অনেকের হাই-য়েন্ডের থেকে ভালো। আমরা এটা গর্ব করে বলি, আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে হারে যাওয়ার সুযোগ পায়, দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই হারে হয় না।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে—শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে, সেক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা রয়েছে। একধরনের আমলাতান্ত্রিক বেড়াজালে আমাদের বারবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে বের হবে না, বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতা থাকবে না। ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রটা পিছিয়ে যাবে।

আপনাদের পিএচডি কোর্সের প্রস্তুতি কেমন?

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আমরা দেশে সবার আগে পিএইচডির জন্য বলেছি। কিন্তু আমাদেরকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংজ্ঞায়িত করে পিএইচডি দেওয়া হয়নি। দেশে যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টা কালকে হবে, তার কোনো শিক্ষক না থাকলেও আইনত সে পিএইচডি দিতে পারে। আমাদের এখানে ৫০০ শিক্ষক আছে, যাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বমানের। পিএইচডির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আপনি তো গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান। থ্রি-জিরো থিওরি বাস্তবায়নে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উদ্যোগ আছে কি?

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী : আমরা সম্প্রতি একটি সোশ্যাল বিজনেস একাডেমিক ডায়ালগ ও থ্রি-জিরো কনভেনশন করেছি। ৩০০ মতো আন্তর্জাতিক অতিথি ছিল। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের থ্রি জিরো গোল নিয়ে কাজ করছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় হোক না কেন, তাদের চিন্তা করা উচিত আগামীদিন তারা বেকারত্বের বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করবে, দারিদ্র্য বিমোচনে কীভাবে কাজ করবে ও শূন্য কার্বন নিঃসারণের দিকে কীভাবে যাবে। আমরা একদিনে তিনটি সেন্টার খুলেছি। সেন্টার ফর সোশ্যাল বিজনেস, সেন্টার ফর সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড সাসটেইনিবিলিটি এবং সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাসটার রেজিলিয়েন্স। তিনটিই হচ্ছে থ্রি-জিরোর সঙ্গে অ্যালাইন করা সেন্টার।

ভবিষ্যতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে কোথায় দেখতে চান?

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী : আমরা সব সময় উদ্ভাবন, সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিয়ে থাকি। শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি নয়, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি মানে শ্রেষ্ঠ হতে হয়, বিশ্বমানের শিক্ষা দিতে হয়, তাহলে তাকে আন্তর্জাতিকীকরণের ওপর জোর দিতে হবে। আমরা সেটা দিচ্ছি। আমরা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষক আনছি। বিদেশি শিক্ষার্থীদের আনার ওপর জোর দিচ্ছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে প্রায় ৩০ জন বিদেশি শিক্ষক রয়েছেন। তারা কিন্তু বাংলাদেশের বিদেশি নাগরিক নন। ২০টি দেশের ৩০ জন শিক্ষক এখানে শিক্ষকতা করছেন। আমাদের এখানে ২০টির বেশি দেশের শিক্ষার্থী রয়েছে। আমরা আরো বেশি স্কলারশিপ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছি; যাতে ভালো মানের বিদেশি শিক্ষার্থী এখানে আসতে পারে। আমরা আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কমিউনিটি গড়তে চাই। যত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন চিন্তাভাবনার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্মিলন ঘটবে, জ্ঞানের বিকাশটা তত উন্মুক্ত হবে বলেই বিশ্বাস করি।